দৈনিক ইনকিলাব

AUG. 28 1999

তারিখ AUG 27 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বোর্ডে এ বছর পাসের হার গতবারের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী

রফিকুল ইসলাম সেলিম ॥ চট্টগ্রাম বোর্ডে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। ১৯৯৮ সালে পাসের হার ছিল মাত্র ৩৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ বছর তা একলাফে ৬৮ দশমিক ৯৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে মেধাবী মুখের ক্ষেত্রে কলেজওয়ারী গত বছরের চিত্রের তুলনায় তেমন কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সোয়া শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা তালিকায় এবারও সর্বাধিক সংখ্যক স্থান লাভ করেছে। চট্টগ্রাম কলেজে গতকাল আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পরপর তিনবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হওয়ার গৌরবের ধারক এ কলেজের ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম মেধাতালিকায় রয়েছে। চট্টগ্রাম কলেজে শুধু মাত্র বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ রয়েছে। এ বছর বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থানসহ ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। মানবিক বিভাগে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থসহ ১৫ জনই এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়া মানবিক বিভাগে মেয়েদের ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১০টির মধ্যে ৪টি স্থান দখল করেছে চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রীরা।

চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজ এবারও তার পুরানো ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। বাণিজ্য বিভাগে সরকারী বাণিজ্য কলেজকে ডিঙ্গিয়ে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম স্থানসহ মেধা তালিকায় মোট ১৩টি স্থান দখল নিয়ে ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজ এ বছর এ চমক দেখিয়েছে। গতবছর এ কলেজের ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী বাণিজ্য বিভাগে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল। এ কলেজের ফলাফল চমৎকার। সরকারী বাণিজ্য কলেজ বাণিজ্য বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানসহ মোট ৮টি স্থান দখল করেছে। গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৭-এ। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানসহ ৩৩টি স্থান দখল করে কলেজে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, মহসীন কলেজ ও বাণিজ্য কলেজের ফলাফল এবারও হতাশাব্যঞ্জক। বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় মাত্র কয়েক বছর আগেও চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জয়জয়াকার অবস্থা ছিল।

চট্টগ্রাম বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত বছরের মত এবারও শীর্ষে রয়েছে ছাত্রীরা। তিন বিভাগের ৮৯টি মেধাবী মুখের মধ্যে ৪৩টিই জিতে নিয়েছে তারা। ছাত্রদের দখলে ছিল ২৬টি। একক্ষেত্রে গত বছরের চিত্র ছিল ৭৭টি'র মধ্যে ৪১টি ছাত্রী এবং ৩৬টি ছাত্র। সার্বিক ফলাফলেও ছাত্রীরা এগিয়ে। এবছর ছাত্রদের পাসের হার ৬৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের ৭০ দশমিক ৩২ শতাংশ।